দর্শনায় নাগরিক সেবা বৃদ্ধি ও ঈদ উৎসব পালনের প্রস্তুতি সভা

দর্শনা পৌরসভার নাগরিক সেবা বৃদ্ধি ও আসন্ন ঈদুল ফিতর উদযাপন উপলক্ষে মঙ্গলবার পৌরসভার হলরুমে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পৌর প্রশাসক জনাব মোঃ সাহিন আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় পৌর নাগরিকদের সেবা কীভাবে বৃদ্ধি করা যায়, সে বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কাউন্সিলররা নিজ নিজ ওয়ার্ডের সমস্যা ও সমাধান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে ছিল পৌরসভার ঈদগাহ মাঠ প্রস্তুতকরণ, রাস্তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, সড়কবাতি সচল রাখা এবং নিয়মিত বাজার মনিটরিং করা। এছাড়া পৌরসভার আয় বৃদ্ধি লক্ষ্যে হোর্ডিং ট্যাক্স ও ট্রেড লাইসেন্স আদায় জোরদারসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সভায় বক্তব্য রাখেন পৌর সচিব সাজেদুল আলম, পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম, সমবায় সমিতির কর্মকর্তা মোঃ হারুন অর রশিদ, থানা শিক্ষা অফিসার জিয়াউর রহমান, থানা প্রকৌশলী তরিকুল ইসলাম, কৃষি কর্মকর্তা মুকুল হোসেন এবং সমাজসেবা কর্মকর্তা তাহমিনা আক্তার।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রধান সহকারী শাহ আলম, কর নির্ধারক জাহিদুল ইসলাম, হিসাবরক্ষক আরিফিন হোসেন, লাইসেন্স পরিদর্শক মমিনুল ইসলাম, কার্যসহকারী হারুন অর রশিদসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।

আলমডাঙ্গায় অনৈতিক কর্মকাণ্ডের

অভিযোগে জনতার হাতে আটক দুইজন

আলমডাঙ্গা উপজেলায় মধ্যরাতে অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে দুইজনকে হাতেনাতে আটক করেছে স্থানীয় জনতা। পরে তাদের পুলিশে সোপর্দ করা হয়।

সোমবার মধ্যরাতে আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমারী ইউনিয়নের পারদুর্গাপুর গ্রামে জব্বার আলীর বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। আটককৃতরা হলেন পারদুর্গাপুর গ্রামের আইজুদ্দিনের ছেলে জিনারুল (৪০) এবং একই গ্রামের জব্বার আলীর স্ত্রী নুরজাহান খাতুন (৪০)।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, অভিযুক্ত নুরজাহান খাতুন তার স্বামী জব্বার আলীকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে অচেতন করে দীর্ঘদিন ধরে অনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। জব্বার আলী দীর্ঘদিন প্রবাসে অবস্থান করে উপার্জিত প্রায় ৭ থেকে ৮ লাখ টাকা স্ত্রীর কাছে পাঠান। অভিযোগ রয়েছে, ওই অর্থের একটি বড় অংশ জিনারুলকে দেওয়া হয়েছে।

মধ্যরাতে স্থানীয়দের সন্দেহ হলে তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে একটি কক্ষের ভেতরে দুজনকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখতে পান। এ সময় জনতা তাদের আটক করে। পরে খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদের হেফাজতে নেয়।

পুলিশ জানায়, আটক দুইজন বর্তমানে পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ধারায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

জামায়াত কর্মী হত্যার প্রতিবাদে আলমডাঙ্গায় বিক্ষোভ

মিছিল

আলমডাঙ্গায় জামায়াত কর্মী হাফিজুর রহমান হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে জামায়াত কর্মী হাফিজুর রহমান হত্যার প্রতিবাদে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আলমডাঙ্গা উপজেলা শাখার উদ্যোগে গতকাল সোমবার বিকেলে এ বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

মিছিলটি আলমডাঙ্গা উপজেলা গেট থেকে শুরু হয়ে চারতলা মোড় ঘুরে আলিফউদ্দিন রোড মোড়ে গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।

বিক্ষোভ মিছিলে উপজেলা জামায়াতের আমীর প্রভাষক শফিউল আলম বকুলের সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি মামুন রেজার সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুব বিভাগের সভাপতি শেখ নূর মোহাম্মদ হুসাইন টিপু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আইন-আদালত বিষয়ক সম্পাদক দারুস সালাম।

সমাবেশে প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, গত ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সরকার গঠন করার পর দেশে ধর্ষণ, চাঁদাবাজি, খুন ও সহিংসতা বেড়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান প্রবাস জীবন শেষে দেশে এসে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন এবং এভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করলে ১৭ মাসও সরকার টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না।

বিশেষ অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলায় বিএনপির সন্ত্রাসীদের হামলায় জামায়াত কর্মী হাফিজুর রহমান নিহত হয়েছেন। এ হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। তিনি আরও বলেন, প্রশাসন যদি গাফিলতি করে, তবে তা অত্যন্ত দুঃখজনক হবে।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা পৌর আমীর মাহের আলী, উপজেলা নায়েবে আমীর ইউসুফ আলী মাস্টার, সেক্রেটারি মামুন রেজা, পৌর নায়েবে আমীর মাওলানা জুলফিকার আলী এবং পৌর সেক্রেটারি মুসলিম উদ্দিনসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

সমাবেশ শেষে শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ মিছিল কর্মসূচি শেষ হয়।

জীবননগরে জামায়াত কর্মী হত্যা মামলার মূল আসামি মেহেদীসহ তিনজন গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার হাসাদাহ এলাকায় জামায়াত ও বিএনপির মধ্যে সংঘর্ষে জামায়াত কর্মী হাফিজুর রহমান হত্যার ঘটনায় মামলার মূল পরিকল্পনাকারীসহ তিন আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

গত শনিবার জীবননগর থানা পুলিশ মামলার দুই আসামি আব্দুস সালাম ও জসিম উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করে। এরপর গতকাল সোমবার ভোরে চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর আশরাফের নেতৃত্বে একটি দল দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর এলাকায় অভিযান চালায়। অভিযানে হত্যাকাণ্ডের মূল আসামি হাসাদাহ বাজারপাড়ার জসিমউদ্দিনের ছেলে মেহেদী হাসানকে (৩৫) গ্রেপ্তার করা হয়।

ডিবি পুলিশ সূত্র জানায়, গ্রেপ্তার মেহেদী হাসানকে সোমবার দুপুরে আদালতে সোপর্দ করা হলে আদালত তাকে চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দেন।

হাফিজুর রহমান হত্যা মামলায় নিহতের ভাই আমির হোসেন মোট ৯ জনের নাম উল্লেখ করে মামলা দায়ের করেছিলেন।

হত্যাকাণ্ডের পর থেকে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ টহল জোরদার করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় পুলিশের অভিযানে চোরাই মোটরসহ চোর আটক

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে চোরাই পানির মোটর উদ্ধারসহ এক চোরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা পৌরসভার এক্সচেঞ্জপাড়ার ইসরাফিল হোসেনের বাসায় গত রবিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে অজ্ঞাতনামা চোরচক্র বাড়ির সীমানা প্রাচীর টপকে টিউবওয়েলের সঙ্গে লাগানো গাজী কোম্পানির এক হর্সপাওয়ারের একটি মোটর চুরি করে নিয়ে যায়।

এ ঘটনায় এক্সচেঞ্জপাড়ার রিন্টু হোসেনের ভাড়াটিয়া, খাসকররা গ্রামের আব্দুল হান্নানের ছেলে মো. ইসরাফিল হোসেন (৩৩) বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত এজাহার দায়ের করেন।

এজাহারের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিরস্ত্র) মো. হাবিবুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন। গত ২ মার্চ রাত আনুমানিক ২টার দিকে আলমডাঙ্গা পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের এক্সচেঞ্জপাড়ায় মো. বসির আহম্মেদের বসতবাড়ির সামনে ইটের রাস্তা থেকে মামলার আসামি গোবিন্দপুর গ্রামের আবেদ আলীর ছেলে শওনকে (৩০) চুরি যাওয়া পানির মোটরসহ গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃত আসামিকে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

জামায়াত কর্মী হত্যার প্রতিবাদে দামুড়হুদায় বিক্ষোভ মিছিল

জীবননগর উপজেলার হাসাদা বাজারে বিএনপির হামলায় জামায়াত কর্মী হাফিজুর রহমান নিহতের ঘটনার প্রতিবাদে দামুড়হুদা উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

হাফিজুর রহমান জীবননগর উপজেলার বাঁকা ইউনিয়ন জামায়াতের আমির মফিজ উদ্দীনের ভাই এবং একজন জুয়েলারি ব্যবসায়ী ছিলেন।

গতকাল সোমবার বিকেল ৪টার দিকে দামুড়হুদা স্টেডিয়াম থেকে উপজেলা জামায়াতের উদ্যোগে মিছিলটি বের করা হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন উপজেলা জামায়াতের আমির নায়েব আলী ও উপজেলা সেক্রেটারি জেনারেল আবেদ উদ দৌলা টিটন।

মিছিলটি উপজেলা সদরের স্টেডিয়াম থেকে শুরু হয়ে উপজেলা চৌরাস্তার মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। এ সময় হাসাদা বাজারে হামলার ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেওয়া হয়।

বিক্ষোভ মিছিলে আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা যুব বিভাগের সভাপতি আব্দুল খালেক, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন জামায়াতের আমির মাওলানা আবুল কাশেম, হাউলী ইউনিয়ন আমির ওবায়দুল হক, নাটুদা ইউনিয়ন আমির শামসুজ্জোহা, নতিপোতা ইউনিয়ন আমির ইসমাইল হোসেন, জুড়ানপুর ইউনিয়ন আমির ঝন্টুসহ উপজেলা জামায়াতের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

উল্লেখ্য, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় জীবননগর উপজেলার হাসাদা বাজারে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে বিএনপির হামলায় জামায়াত কর্মী হাফিজুর রহমান আহত হন। পরে তাকে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

জীবননগরে সুলভ মূল্যে কৃষি পণ্য বিক্রয় কার্যক্রমের উদ্বোধন

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে সুলভ মূল্যে কৃষিপণ্য বিক্রয় কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। সোমবার বেলা ২টায় জীবননগর বাসস্ট্যান্ডের মুক্তমঞ্চের নিকট এ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জীবননগর উপজেলা নির্বাহী

কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আশরাফুল আলম রাসেল।

উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি বলেন, পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে জীবননগর উপজেলায় আজ আমরা সুলভ মূল্যে কৃষিপণ্য বিক্রির কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করেছি। রমজান মাস এলেই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়। তাই সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে সুলভ মূল্যে কৃষিপণ্য পৌঁছে দেওয়াই আমাদের মূল লক্ষ্য।

তিনি আরও বলেন, সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে পণ্য সংগ্রহ করে ক্রেতাদের কাছে বিক্রি শুরু করা হয়েছে। এখানে মধ্যস্বত্বভোগীদের সুবিধা নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। সুলভ মূল্যে পণ্য কিনতে পেরে সাধারণ মানুষের মাঝে স্বস্তি ফিরে এসেছে।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. আলমগীর হোসেন, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার সৈয়দ আব্দুর জব্বার, সমাজসেবা কর্মকর্তা জাকির উদ্দিন, সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা জুয়েল শেখ এবং কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা পাভেল রানা প্রমুখ।

জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবিতে দর্শনায় বিক্ষোভ ও সমাবেশ

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে বিএনপির নেতাকর্মীদের হামলায় জামায়াতে ইসলামীর কর্মী হাফিজুর রহমান নিহতের ঘটনায় প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে দর্শনা থানা সাংগঠনিক জামায়াতে ইসলামী।

গতকাল সোমবার বিকেল ৪টার দিকে দর্শনা বাসস্ট্যান্ডে অবস্থিত জামায়াতে ইসলামীর কার্যালয় থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে রেলবাজার মুক্তমঞ্চে গিয়ে প্রতিবাদ সমাবেশে রূপ নেয়।

সমাবেশে বক্তারা নিহত হাফিজুর রহমান হত্যাকাণ্ডে জড়িত বিএনপি কর্মীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানান। তারা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা না

হলে কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে এবং এর দায় প্রশাসনকেই নিতে হবে।

দর্শনা পৌর আমির শাহিকুল আলম অপুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য দেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির ও দামুড়হুদার সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মাওলানা আজিজুর রহমান। এছাড়া বক্তব্য দেন জেলা জয়েন্ট সেক্রেটারি আব্দুল কাদের ও দর্শনা থানা আমির রেজাউল করিম।

এদিকে, ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুরো এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

আলমডাঙ্গায় পুলিশের অভিযানে মাদকসহ একজন গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ২০ (বিশ) পিস ট্যাপেন্ডাডল ট্যাবলেটসহ একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নি.) মোঃ হাবিবুর রহমান সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন।

গত রবিবার রাত ৮টার দিকে আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়নের বাদেমাজু গ্রামের মোঃ রবিউল ইসলামের বসতবাড়ির সামনে পাকা রাস্তার ওপর থেকে রিয়াজ মালিথার ছেলে মোঃ রাজিব মালিথাকে (২৭) ২০ পিস ট্যাপেন্ডাডল ট্যাবলেটসহ গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃত আসামি রাজিবের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় জামায়াত কর্মীর হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার হাসাদাহ বাজারে হামলায় জামায়াত কর্মী হাফিজুর রহমান নিহত হওয়ার প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গায় বিক্ষোভ মিছিল করেছে সদর উপজেলা ও পৌর জামায়াত।

সোমবার বেলা ৩টায় শহরের চৌরাস্তা মোড়ের মুক্তমঞ্চে সংক্ষিপ্ত বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে জামায়াতের নেতারা বলেন, “জামায়াতের নেতাকর্মীদের ওপর এ নৃশংস হামলার তীব্র নিন্দা জানাই। দ্রুত সময়ের মধ্যে হাফিজুর রহমান হত্যার সঙ্গে জড়িত দোষীদের আইনের আওতায় এনে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। চাঁদাবাজ, দখলবাজ ও দুর্নীতিবাজদের প্রতিহত করতে হবে। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সবসময় মজলুমের পক্ষে সোচ্চার থাকবে। সকলকে এই জুলুমের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানাই।”

তারা আরও বলেন, এ হত্যাকাণ্ড দুঃখজনক ও নিন্দনীয়। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড রুখে দিতে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। একটি রাজনৈতিক দলের প্রতিহিংসামূলক কর্মকাণ্ড জেলার জন্য অশুভ পরিণতি ডেকে আনতে পারে। তারা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান।

এ সময় বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি আসাদুজ্জামান, পৌর জামায়াতের আমির হাসিবুল ইসলাম, সহকারী সেক্রেটারি হুমায়ুন কবির শান্ত, সদর উপজেলা জামায়াতের আমির বিলাল হোসাইন, জেলা ইউনিট সদস্য আব্দুর রউফ এবং জেলা ইসলামী ছাত্রশিবির সভাপতি সাগর আহমেদ প্রমুখ।

বিক্ষোভ সমাবেশ শেষে হাফিজুর রহমানের হত্যার প্রতিবাদ ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের চৌরাস্তা মোড় থেকে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।